গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
আরবান প্লানিং

বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে "নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি" শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	১২/১০/২০২১
সভার সময়	০২:৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, পূর্ত ভবন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
উপস্থিতি	সংযুক্তি -০১

১। বিশ্ব ব্যাপী প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার "বিশ্ব বসতি দিবস"পালন করা হয়। এই দিনটি ১৯৮৬ সালে প্রথম বারের মত জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়। এ বছর "বিশ্ব বসতি দিবস"এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Accelerating Urban Action For A Carbon Free World" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে "নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি"। বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব শরীফ আহমেদ এম পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন । আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২ অনুবিভাগ), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব এ বি এম আমিন উল্লা নূরী, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জনাব মোঃ দেলওয়ার হায়দার, চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, এবং জনাব মীর মঞ্জুরুর রহমান, প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর। এছাড়া, উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন NGO'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় । অতঃপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

২। এরপর জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২ অনুবিভাগ), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব বসতি দিবসটি ১৯৮৬ সালে প্রথম কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে শুরু হয়। প্রথম বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Shelter is my right" যার বাংলা ভাবানুবাদ "আবাসন আমার অধিকার"। কিন্তু, স্বাধীনতার সময়কালকে বিবেচনা করে দেখা যায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ৪ঠা অক্টোবর সংবিধানে বাসস্থানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, গৃহায়ন অর্থাৎ দেশবাসী গৃহের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী মধ্যম এবং স্বল্প আয়ের জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত, পরিবেশসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে গৃহ নির্মাণে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার; স্থাপত্য অধিদপ্তরের পরিবেশসম্মত নকশা প্রণয়ন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সেগুলো বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, "Accelerating Urban Action For A Carbon Free World"

বিষয়ে আজকের সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বিস্তারিত জানা যাবে। সর্বোপরি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে স্বাগত বক্তব্য দানের সুযোগ দেয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য শেষ করেন।

৩। সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে ৩ (তিনটি) টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথমেই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আবু সাদেক, সাবেক পরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সংযুক্তিঃ ০২)। তিনি "Action Towards Carbon-Free Development" বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি টেকসই আবাসন বলতে, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যকর এবং সাশ্রয়ী আবাসনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, Sustainable Development Goals (SDGs) এর SDG 7, SDG 11 এবং SDG 13 এর সাথে বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মিল রয়েছে। তিনি Alternative Technology, Embodied Energy, Micro-grid, Social costs এবং উন্নত অঞ্চলের বৈশ্বিক শহরে জনসংখ্যা ও GHG নির্গমনের হার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, শহর থেকে ৭০% GHG নির্গমন হয়। তিনি USA-এর একটি study পর্যালোচনা করে বলেন, ভবন বা রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণে ৭৪% শক্তি খরচ হয় এবং ভবনে ব্যবহৃত operation energy অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদিতে ২৬% শক্তি খরচ হয়। তিনি বলেন, হাউজিং সেক্টরে নির্মাণ সামগ্রীর উচ্চ শক্তি ব্যবহার ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জলবায়ু প্রভাবের অন্যতম প্রধান কারণ। এক্ষেত্রে কংক্রিট ব্লক, ফেরোসমেন্ট, কম্প্রেসড স্ট্যাবিলাইজড আর্থ ব্লক পোড়া ইটের তুলনায় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৭৫% পর্যন্ত হ্রাস করতে পারে। পোড়া ইটের পরিবর্তে কংক্রিট Hollow Block ব্যবহার, গ্রামীণ আবাসনের জন্য ফেরোসিমেন্ট ব্যবহার এবং বিকল্প ইটের উৎপাদনের জন্য নদীর তলার বালি ও মাটি ব্যবহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২০২০ সালের মধ্যে ইট ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। পরিশেষে তিনি বলেন, হাউজিং সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট সহযোগিতা করবে, মানসম্পন্ন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করবে যেখানে আবাসন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আদিল মোহাম্মদ খান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (সংযুক্তিঃ ০৩)। তার প্রবন্ধের বিষয়ঃ "কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নগরায়ণ: বিদ্যমান প্রেক্ষাপট ও করণীয়"। তিনি বলেন, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে নাগরিকদের জন্য মানসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষে সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে সরকারের উদ্যোগে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার অধীনে ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। সরকারের জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালার সামাজিক আবাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি আধুনিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উদাহরণ। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচী ও উপজেলা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে শহরমুখী মানুষের অভিগমন রোধ করা সম্ভব। বিশেষত বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের নগরসমূহে কার্বন নিঃসরণ ও তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। তিনি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সবুজায়ন, বিদ্যমান জলাধারসমূহ সংরক্ষণ, পার্ক, বনায়ন ও প্রাকৃতিক জলাধারের উভয়পাশে বাফার জোন এবং গ্রীণ বেল্ট প্রস্তাবনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ভূমি সংরক্ষণ, নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, অযান্ত্রিক যান চলাচলে উৎসাহিত করা, ইকো সিটি প্রস্তাবনা, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ও ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানের মাধ্যমে যাতায়াত হ্রাস এবং প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণের সুপারিশ করেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুযায়ী এবং সরকারের উদ্যোগে তৈরী নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে পরিকল্পিত ভৌত উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। পরিশেষে, তিনি সরকারের বিদ্যমান প্রচেষ্টা ও উদ্যোগসমূহ মানসম্মত, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্বনমুক্ত

বাংলাদেশ নিশ্চিত করবে বিশ্ব বসতি দিবসে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সবশেষে, প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, জনাব সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র (সংযুক্তিঃ ০৪)। তার প্রবন্ধের বিষয় "বিশ্ব বসতি দিবস -২০২১ ও র্কাবনমুক্ত নগরায়ন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"। তিনি বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী কার্বন-ডাই-অক্সাইড যা গ্রীনহাউজ গ্যাস হিসেবেও পরিচিত। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৭০ সালে মাথাপিছু কার্বন নির্গমন হার ছিল ০.০৫ টন এবং ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৭ টন। অর্থাৎ, এদেশে ধীরে ধীরে মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৫ সালের মধ্যে এদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক নগরবাসী হবে। দ্রুত বর্ধিত নগরের জনসংখ্যা ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা সৃষ্টি করছে এবং দেশের ছোট-বড় নগরের বিকাশে অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত তথা ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। যা নগরসমূহের বাসযোগ্যতা হ্রাস করার পাশিপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উষ্ণায়ন, কার্বন নিগর্মনসহ নগরের সার্বিক পরিবেশের উপর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন, আয়তন ও সম্পদ এই তিনটি প্রপঞ্চ গ্রামীণ ঐতিহ্য থেকে দ্রুত নগর ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নগরের জনসংখ্যার আকারের ওপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেন, কম কার্বন সহনীয় উন্নয়নের নীতিমালাসমূহ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ সমর্থন করেছে, যা কার্বন নির্গমন হ্রাসের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। কেননা, নিম্ন কার্বন সহনীয় উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে এবং বিশ্ব জুড়ে কার্বন সমস্যা সমাধানের জন্যও জরুরি। পরিশেষে তিনি বলেন, সকলের সচেতন পদক্ষেপ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানব সভ্যতার বিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

৪। এ পর্যায়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণকে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানানো হয়। প্রথমেই স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান -কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মনে করেন গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থাসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা সম্ভব। তিনি বলেন, সঠিকভাবে প্ল্যান প্রণয়ন, নকশা প্রণয়ণ, নির্মাণকাজে সঠিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাস করা সম্ভব। তিনি বলেন, পোড়ামাটির ইটের পরিবর্তে বিকল্প ইটের ব্যবহার, সূর্যের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রাকৃতিক বায়ূ প্রবেশের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার, পানি সাশ্রয়ী মেশিনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ, ছাদ বাগান এবং ভার্টিক্যাল গার্ডেনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে, সেহেতু দেশের কার্বন নিঃসণের পরিমান আরও বাড়বে। সেজন্য সকলকে সতর্ক হতে হবে এবং প্ল্যানগুলো সুদূরপ্রসারি হতে হবে। পরিশেষে, তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য শেষ করেন।

৫। অতঃপর জনাব মো: দেলওয়ার হায়দার, চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানানো হয়। তিনি বলেন, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট কর্তৃক Hollow Bricks ব্যবহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। তিনি জানান, ইমারত নির্মান বিধিমালা -২০০৮ অনুযায়ী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এক ভবন থেকে অন্য ভবন ৪ মিটার ব্যবধানে ভবন নির্মান করছে। এতে ভবনসমূহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করে। ফলে এসি, ফ্যান এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কম হচ্ছে। এছাড়া, গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত "বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪" এ উল্লেখ রয়েছে মোট জমির ৩০% ছেড়ে দিতে হবে এবং তা বিক্রয় করা যাবে না, বাকি ৭০% ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। সুতরাং উক্ত বিধিমালা অনুসরণ করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৬। সেমিনারের এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মো: সাইদ নুর আলম, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার

লক্ষ্যে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি ইটের ব্যবহার বিষয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ ইট উৎপাদনকারী দেশ। তিনি আরও বলেন, “আমরা ইটের ব্যবহার কমাবো, কার্বনমুক্ত দেশ গড়ব” এ স্লোগানকে সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি মাটির ঘরের অনেক সুবিধার কথা বলেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ভবনের মধ্যে আলো-বাতাস ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৭। এরপর, জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। প্রথম বিশ্ব বসতি দিবস এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Shelter is my right'। কিন্তু এখনও স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়নি। সকলের আবাসনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গিকার “কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আবাসনের সমস্যা উত্তরনের জন্য গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছে। তিনি আরো বলেন, শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে যেহেতু কার্বনের পরিমাণ বেশি হচ্ছে সেহেতু এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য বিষয় “নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি ”এই সেক্টরে কার্বন নিঃসরণ কিভাবে কমাতে পারি সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। আজকের আলোচনায় Fire Bricks এর পরিবর্তে Hollow Bricks কেন ব্যবহার করতে হবে তা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে যেসকল ভবনসমূহ নির্মান করা হচ্ছে সেখানে STP,Solar system, Rain water Harvesting এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভবন সমূহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে ফলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে। এ বিষয়গুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। পরিশেষে, তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

৮। এরপর বিশেষ অতিথি জনাব শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তিনি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম পি এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ কার্বন নির্গমন বৃদ্ধি, চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসে সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। সুপারিশগুলো সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধিনস্ত সকল দপ্তর ও সংস্থা কার্বন নির্গমন হ্রাসে সকল ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট গৃহ নির্মাণের জন্য পরিবেশবান্ধব উপকরণ তৈরী, স্থাপত্য অধিদপ্তর বিভিন্ন বিল্ডিং এর আরকিস্ট্রাচারাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রচুর আলো-বাতাস এবং কম কার্বন নির্গমন উপকরণ ব্যবহার করে ডিজাইন প্রণয়ন, গণপূর্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কম কার্বন নির্গমন উপকরণ ব্যবহার করছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, সরকারের রেইট শিডিউলে পরিবেশবান্ধব এবং সহজলভ্য আবাসন তৈরিতে অনেক গুলো আইটেমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী আবাসন নির্মাণে সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন সকলে এ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি বলেন, সরকারীভাবে স্বল্প সংখ্যক আবাসন তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট সংস্থা কর্তৃক আবাসনের বিরাট অংশ নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে পরিবেশবান্ধব অনেক উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। এছাড়া, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধীনে প্রনয়ণকৃত বিল্ডিং কোড-২০২০ সকলকে মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের স্বপ্ননগরে বাস্তবায়িত প্রকল্পকে Inclusive Housing হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে কিচেন ওয়েস্ট এবং সলিড ওয়েস্ট কে ব্যবহার করে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট কে সার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রেইন ওয়াটারকে হারভেস্ট করা হচ্ছে। পরিশেষে, তিনি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও আদর্শ কে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রণীত রূপকল্প- ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আদর্শ বাসযোগ্য দেশে পরিণত করার জন্য সকলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

৯। পরবর্তীতে বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব শরীফ আহমেদ এম. পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। শুরুতেই তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ আগষ্টে নিহত সকল শহীদ, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বীর শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়ে থাকে। বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Accelerating Urban Action for a Carbon-free World' অথাৎ"নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি"। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে ৫৫,৫০০ বর্গ মাইলের একটি ভূখন্ড উপহার দিয়েছেন, বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা অঙ্কিত করেছেন। আজকের সেমিনারের আলোচনায় বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, পানি সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Rain water Harvesting ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে ল্যান্ড স্কেপিং, Sewerage Treatment Plant (STP) এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে কার্বন নিঃসরণ যথাসম্ভব কমে আসছে। পরিশেষে, তিনি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ নগর গড়ার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তিনি, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে এবং কার্বনমুক্ত, ঝুঁকিমুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধদেশে পরিণত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১০। এরপর সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজকের এই সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয়ের সাথে বলতে চাই "নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি, উদ্দেশ্য কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি" এই বিষয়ে যতগুলো মন্ত্রণালয় কাজ করছে তাঁর মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করতে পারে কারণ স্থাপত্য অধিদপ্তর বিল্ডিং ডিজাইন করছে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিকল্পনা প্রনয়ণ করছে, এবং ডিজাইন ও পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করছে গণপূর্ত অধিদপ্তর, যারা পুরো বাংলাদেশ জুড়ে কাজ করছে। এই সমন্বয় বাংলাদেশ সরকারের আর কোন মন্ত্রণালয়ের নেই। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের বিভাগীয় শহর হয়েছে এবং ১০০০ একরের নতুন বিভাগীয় হেড কোয়ার্টারের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে কাজ করে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কার্বনমুক্ত শহর হিসেবে তৈরী করার এবং এই কনসেপ্ট পেপার ২০২২ সালে UN Habitat এ উপস্থাপনা করার বলে আশা ব্যক্ত করেন। এছাড়া, ময়মনসিংহে ২০২৪ সালে সমন্বিত ভবন তৈরী করা যাবে, যেখানে জিরো কার্বন, জিরো বর্জ্য থাকবে। এই কর্মপন্থা যদি উপস্থাপন করা যায়, তাহলে আজকের আলোচনা একটি সার্থক রুপ লাভ করবে। পরিশেষে, তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করে আজকের সেমিনারে অংশগ্রহণ করায় ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী ঘোষণা করেন।

১১. বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা হতে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা	স্বাক্ষর
০১	নায়লা আহমেদ, উপ-সচিব	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষরিত
০২	লুৎফুন নাহার, উপসচিব	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষরিত
০৩	জহুরা খাতুন, উপসচিব	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষরিত
০৪	মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, এম আই এস সার্কেল	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০৫	ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০৬	লিন্টু গাজী, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০৭	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবু সুফিয়ান মাহবুব	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০৮	নিয়াজ মোহাম্মদ তানভীর আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০৯	এম এ জলিল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম, প্ল্যানিং)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১০	শরমেন্দু শেখর মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত

১১	নাজমুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১২	তারিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৩	মোঃ তৌফিক আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৪	মোঃ উজির আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৫	মোঃ জাকারিয়া মিঠু, নির্বাহী প্রকৌশলী, (ই/এম, প্ল্যানিং)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৬	মোঃ আবুল কালাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৭	এ. কে. এম সোহরাওয়ারদী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পি পি সি)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৮	তাইমুর আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম, সার্কেল-০১), ঢাকা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
১৯	মোঃ মাহফুজুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, (স্টাফ অফিসার)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২০	মোঃ কায়সার ইবনে সাঈখ, নির্বাহী প্রকৌশলী, (ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-০৩)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২১	মাহবুবুল হক চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২২	বিশনাথ বণিক, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৩	মোঃ বাকিউল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৪	আইনুন নাহার এনি	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৫	হাসনাত সাবরিনা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৬	শেখ মোঃ কুদরত- ই- খুদা, প্রধান বৃক্ষপালনবিদ	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৭	মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৮	মোঃ খালেদ হুসাইন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
২৯	মোঃ সাইফুর রহমান	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষরিত
৩০	মাহফুজা আক্তার	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষরিত
৩১	ড. সৈয়দা সাইকা বিনতে আলম, প্রজেক্ট অফিসার	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	স্বাক্ষরিত
৩২	মোঃ সাখাওয়াত হুসাইন, পি আর ই	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	স্বাক্ষরিত
৩৩	মোঃ আরিফুজ জামান, সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	স্বাক্ষরিত
৩৪	মোঃ আখতার হোসেন সরকার, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	স্বাক্ষরিত
৩৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলি, সিনিয়র জিওগ্রাফার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৩৬	শরীফ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৩৭	কাজী মোঃ ফজলুল হক, সিনিয়র প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৩৮	উদয় শংকর দাস, সিনিয়র প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৩৯	মোঃ মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪০	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪১	শফিকুল ইসলাম খান, সমাজবিজ্ঞানী	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪২	ইয়ারুন্নেছা খানম, সহকারী প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৩	মোঃ মোকলেছুর রহমান, ভূগোলবিদ	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৪	জাকিয়া সুলতানা, প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৫	ইসরাত জাহান, প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৬	খবির উদ্দিন আহম্মেদ, অর্থনীতিবিদ	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৭	মোহসিনাত নাসরিন, প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৮	শেখ মাহবুবুর রহমান, প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৪৯	মোঃ সাইফুর রহমান, প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৫০	মোঃ রাসেদুল ইসলাম, সহকারী প্ল্যানার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৫১	এস.এম সাইদুল ইসলাম,	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৫২	মোঃ আলামিন সিকদার, স্টেনোগ্রাফার	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৫৩	তৌহিদুল মফিজ, গবেষণা সহকারী	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
৫৪	প্রফেসর আদিল মোহাম্মদ খান, সাধারণ সম্পাদক	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স	স্বাক্ষরিত
৫৫	মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স	স্বাক্ষরিত

৫৬	পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান, বোর্ড মেম্বার	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স	স্বাক্ষরিত
৫৭	ইঞ্জিনিয়ার এস কে তাজুল ইসলাম তুহিন	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ	স্বাক্ষরিত
৫৮	সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	নগর গবেষণা কেন্দ্র	স্বাক্ষরিত
৫৯	খন্দকার রেবেকা সানইয়াত, নির্বাহী পরিচালক	Coalition for The Urban Poor	স্বাক্ষরিত
৬০	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	UN- Habitat	স্বাক্ষরিত
৬১	মোহাম্মদ এ সাদেক	HBRC	স্বাক্ষরিত
৬২	ড. এ.এন.এম শফিকুল আলম	Geomark	স্বাক্ষরিত
৬৩	কাজী বেবী	PDAP	স্বাক্ষরিত
৬৪	মোঃ জাহাঙ্গীর কবির	PID	স্বাক্ষরিত
৬৫	হাসিব	B.T.V	স্বাক্ষরিত
৬৬	এমদাদুল হক পল্লব	B.T.V	স্বাক্ষরিত
৬৭	মোঃ শাহিন	যুগান্তর	স্বাক্ষরিত

সুপারিশসমূহঃ

০১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধীনে প্রনয়ণকৃত বিল্ডিং কোড-২০২০ সকলকে অনুসরণ করতে হবে।

০২। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সবুজায়ন, বিদ্যমান জলাধারসমূহ সংরক্ষণ, পার্ক, বনায়ন ও প্রাকৃতিক জলাধারের উভয়পাশে বাফার জোন এবং গ্রীণ বেল্ট প্রস্তাবনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ভূমি সংরক্ষণ, নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, অযান্ত্রিক যান চলাচলে উৎসাহিত করা, ইকো সিটি প্রস্তাবনা, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ও ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানের মাধ্যমে যাতায়াত হ্রাস এবং প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ।

০৩। আবাসন নির্মাণে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা।

ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.২৩.০০৩.১৭.৭৫

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২৮
১১ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৩) সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪) প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

৫) সিনিয়র প্ল্যানারবৃন্দ আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

আহমেদ আখতারুজ্জামান
উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)